দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) প্রকল্প-এর

প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন

প্রকল্প এরিয়া ঃ

ফুলতলা উপজেলা
খুলনা

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ
০১ আগষ্ট ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ-

সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ)
বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ)
খালিশপুর, খুলনা-৯০০০।

অর্থায়নে ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
ঢাকা

প্রতিবেদন প্রণয়নে ঃ

সৈয়দ রবিউল ইসলাম
প্রোগ্রাম অফিসার
সিডোপ, খুলনা

প্রতিবেদন প্রদানকারী ঃ

নির্বাহী পরিচালক
সিডোপ, খুলনা

তারিখ ঃ
১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ

ভুমিকা ঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের খাদ্য সহায়তা প্রদানের (রিলিফ) এর জন্য এ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন/Vulnerable Group Development (VGD) Programme হিসেবে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ভিজিডি কর্মসূচি একটি জাতীয় কর্মসূচি, যার ব্যাপ্তি সমগ্র বাংলাদেশে। ভিজিডি কর্মসূচি, বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যেটি সম্পূর্ণরুপে আর্থ-সামাজিক ভাবে দুঃস্থ পরিবার বিশেষতঃ মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। মহিলারা ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্ষুদ্র দলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হয়। ভিজিডি মহিলারা সেবা গ্রহণে পাশাপাশি ১২ মাস ধরে মাসিক ৩০ কেজি চাল খাদ্য সহায়তা পেয়ে থাকে। এই ১২ মাস সময়কালকে একটি ভিজিডি চক্র হিসাবে গণ্য করা হয়। বর্তমান চক্রে সমগ্র দেশব্যাপী ১০,০০০০ (দশ লক্ষ) জন ভিজিডি মহিলা ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত উন্নয়ন প্যাকেজ সেবাসমূহ (যেমন-জীবন দক্ষতা, আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও ঋনের সুযোগ সৃষ্টি) পাবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগী মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা টেকসই করার লক্ষ্যে জতীয় উন্নয়নের মুল স্রোতধারায় অন্তভূক্ত করা হবে।

এই প্রকল্পটি (Sustainable Development Goals) এর ১ ও ২ নম্বর লক্ষ্য যথাক্রমে অতি দারিদ্র বিলোপ ও ক্ষুধামুক্তি এ দুটি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য সিডোপ সংস্থা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অর্থায়ণে ভিজিডি উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় ২৩০৫ টি কার্ডের মাধ্যমে প্রতিটি কার্ডধারীদের ৩০ কেজি চাল প্রদান করে দুঃস্থ মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ভিজিডি উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাই হলো কর্মসুচির মূল লক্ষ্য। কর্মসুচির মূল উদ্দেশ্য হলো উপকারভোগীদের আত্ন-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়ে/ট্রেডে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ সহায়তা প্রদান ও খাদ্য বিতরণে অংশগ্রহণ ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা মূলক সেবা প্রদান করে ভিজিডি মহিলাদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশি্ক্ষন প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা ।

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ ঃ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম গুলো ঃ

- প্রতি জন কার্ড ধারীদের জন্য প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল।
- প্রতি মাসে ২০০/= টাকা করে সঞ্চয় করা ও সঞ্চয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
- আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।
- সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।

চাল বিতরন ও সঞ্চয় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঃ

আগষ্ট থেকে অক্টোবর ২০২১

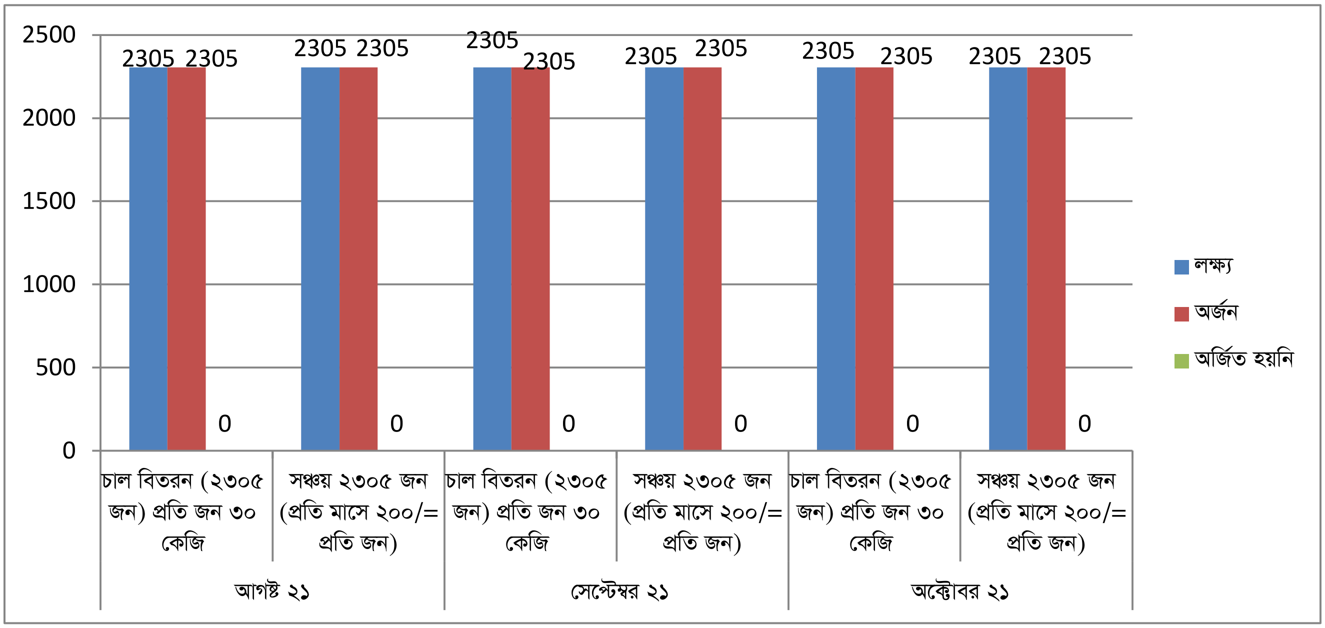

গ্রাফ চিত্রঃ ১.১

উপরের গ্রাফ চিত্র ১.১ দেখা যাচ্ছে যে, যথাক্রমে আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, ও অক্টোবর, ২০২১ মাসে চাল বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩০৫ জন এবং ২৩০৫ জনকেই ৩০ কেজি (প্রতিজন) করে চাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এই কোয়ার্টারে সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল কার্ডধারী ২৩০৫ জনের প্রতি জন ২০০/- করে এবং এই কার্যক্রমটিও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে শত ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নভেম্বর ২১ ডিসেম্বর ২১ এবং জানুয়ারি ২০২২ এ চাল বিতরণ ও সঞ্চয় ঃ

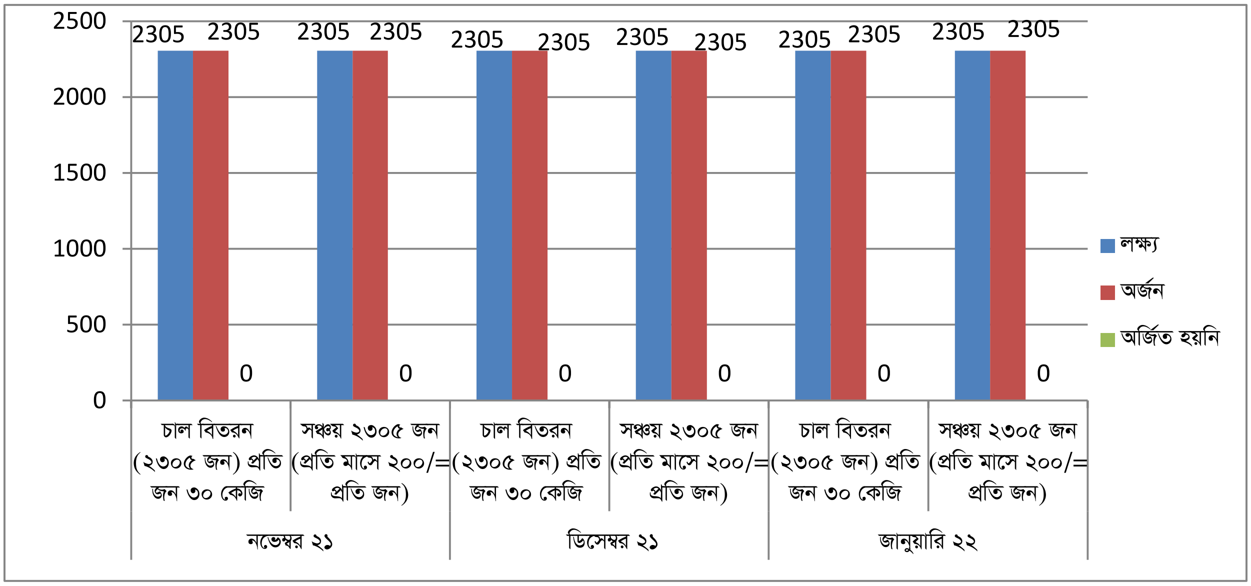

চিত্রঃ ১.২

১.২ নং গ্রাফ চিত্র অনুযায়ী প্রকল্পের ২য় কোয়ার্টার অর্থ্যাৎ নভেম্বর ২১, ডিসেম্বর ২১ এবং জানুয়ারি ২২ এ চাল বিতরণ ও সঞ্চয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল ২০২২ চাল বিতরণ এবং সঞ্চয় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

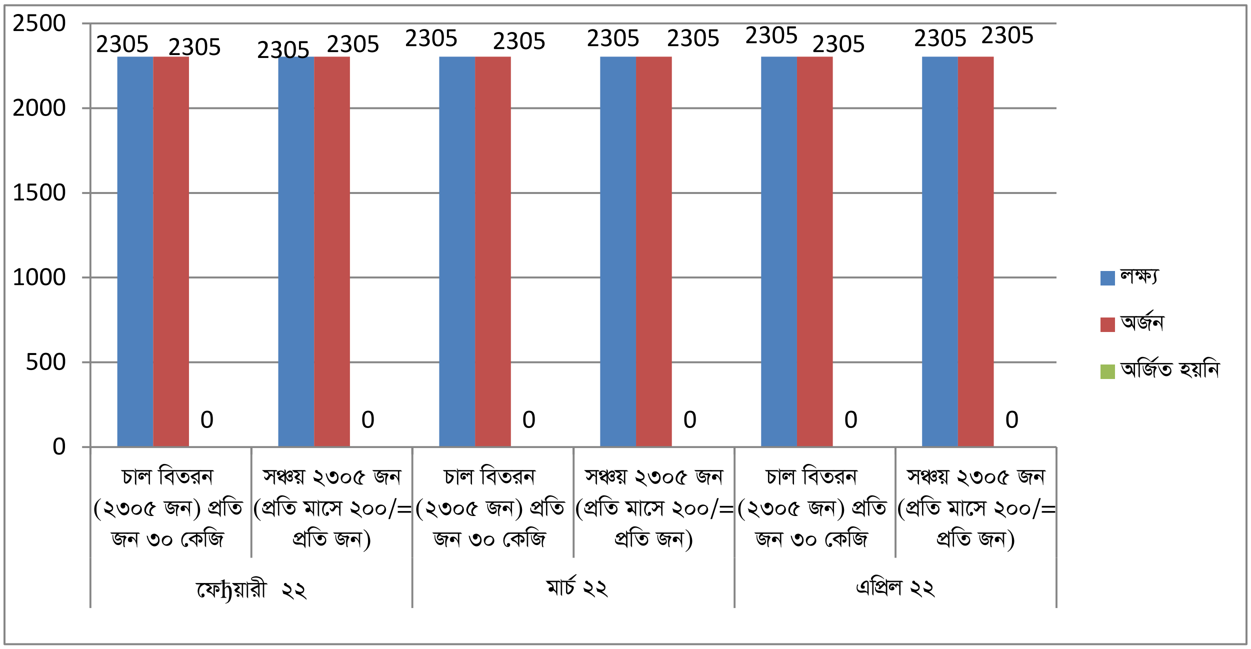

চিত্র ঃ ১.৩

১.৩ নং চিত্রে ফেব্রুয়ারী ২২ থেকে এপ্রিল ২২ পর্যন্ত চাল বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা ও সঞ্চয়ের কার্যক্রম শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

মে থেকে জুলাই ২০২২ ৪র্থ কোয়াটারে চাল বিতরন ও সঞ্চয় কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ঃ

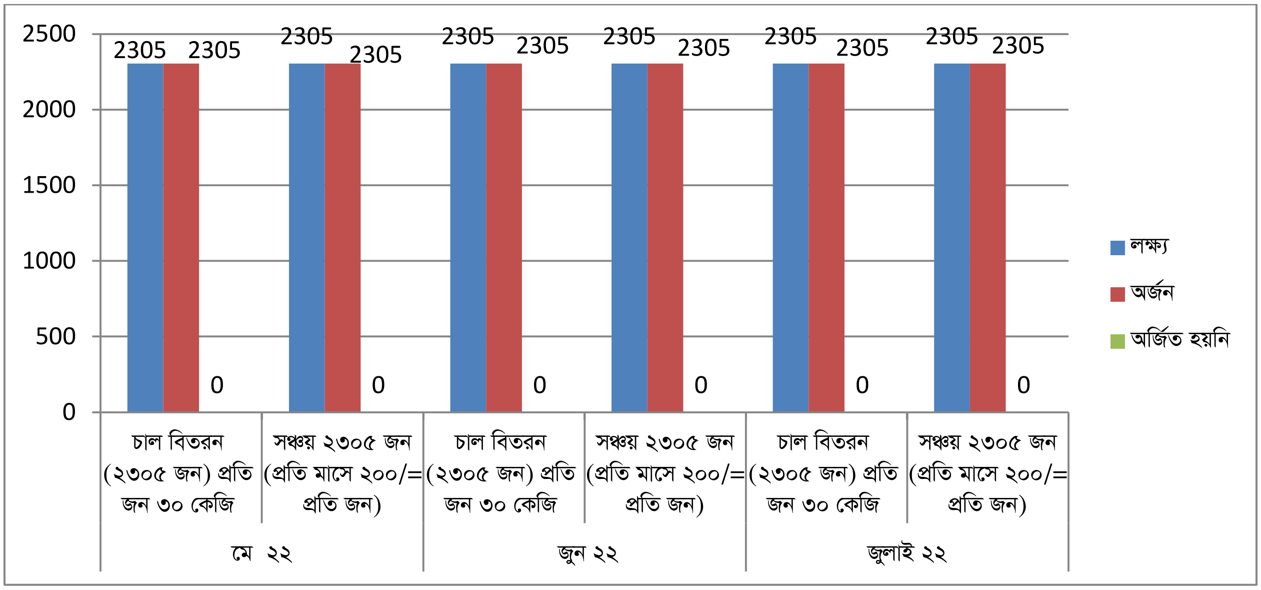

চিত্র ঃ ১.৪

চিত্র ১.৪ এ মে ২০২২ থেকে জুলাই ২০২২ এ ৪র্থ কোয়ার্টারে চাল বিতরণ ও সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্পের চাহিদা মাফিক অর্জিত হয়েছে।

আগস্ট ২০২২ থেকে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত চাল বিতরণ ও সঞ্চয় সংগ্রহ ঃ

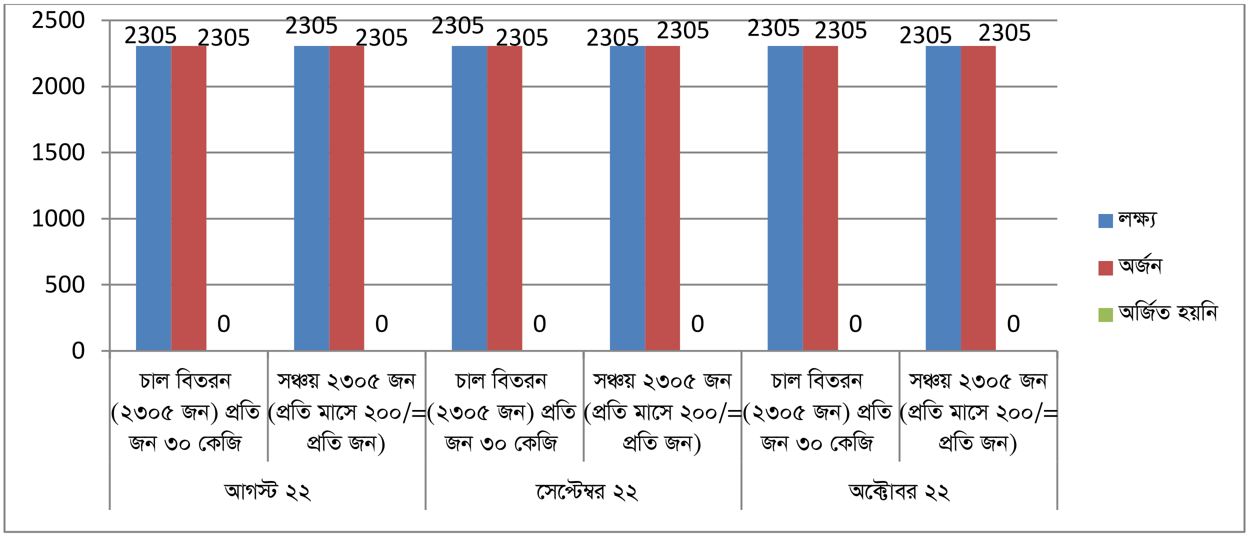

চিত্র ঃ ১.৫

চিত্র ১.৫ এ ৫ম কোয়ার্টারে মাস ভিত্তিক চাল বিতরন ও সঞ্চয়ে শতভাগ অর্জন হয়েছে। প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীগণ তাদের নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন এবং তাদের সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফলে শতভাগ সঞ্চয় এর লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত চাল বিতরন ও সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঃ

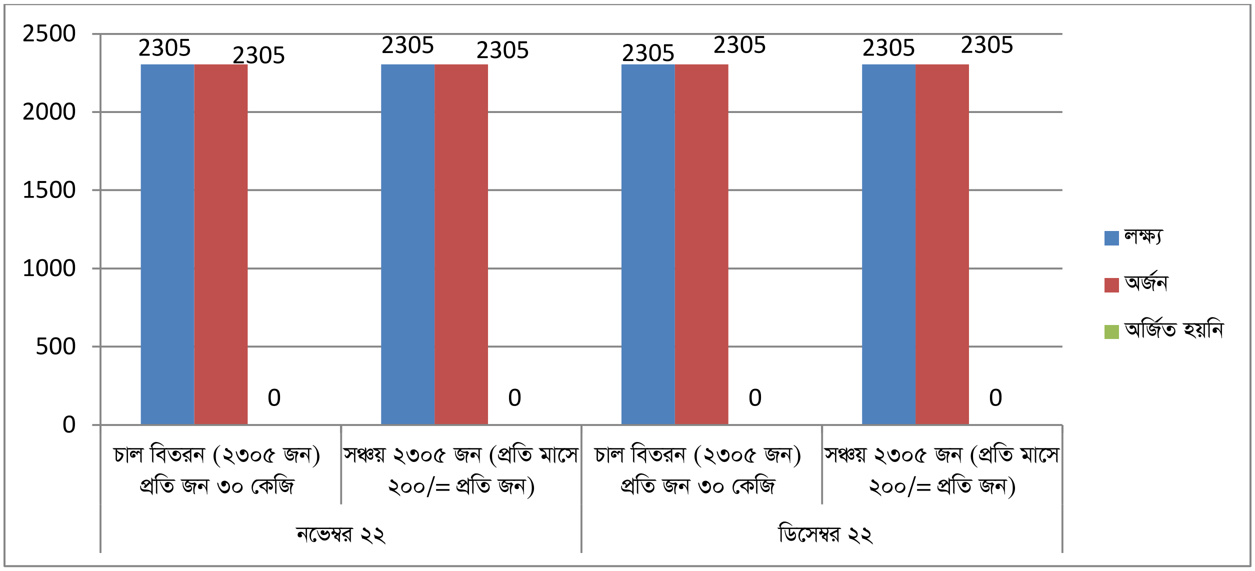

চিত্র ঃ ১.৬

চিত্র ১.৬ নং অনুযায়ী চাল বিতরণ ও সঞ্চয় শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

ভিজিডি প্রকল্পে দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ৩ ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেমন: (১) গরু ও ছাগল পালন (২) বাড়ীর পাশে সবজি চাষ (৩) দেশি মুরগি ও হাঁস পালন। এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা যেন তাদের দারিদ্রতা নিরসন করতে পারে।

গরু ও ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

দুঃস্থ ও দরিদ্র মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে গরু ও ছাগল পালন বিষয়ক ০৮ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল তারা সফলভাবে এ প্রশিক্ষণ নিয়ে গরু ও ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হবে এবং নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মেটাবে। চিত্রে দেখা যায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ২৩০৫ জন। তারা সকলেই এ প্রশিক্ষণটি নিয়েছে ।

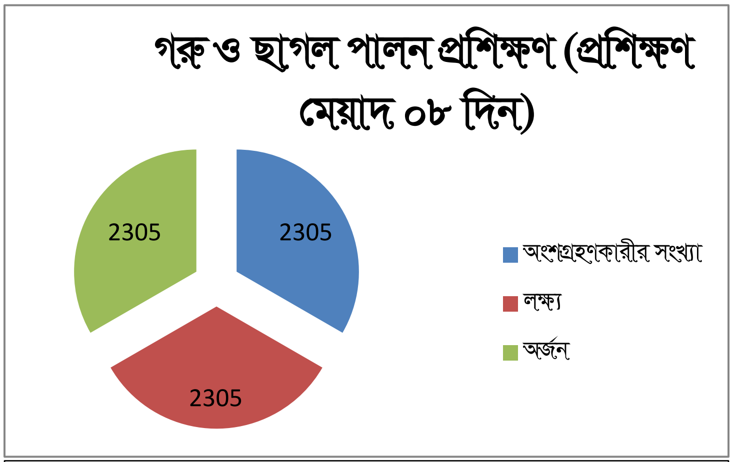

চিত্রে ১.৮ এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা লক্ষ্য ও অর্জন দেখানো

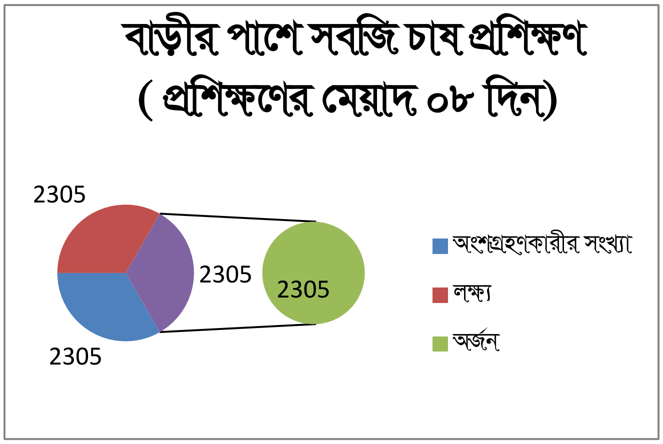

চিত্রে ১.৯ এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, লক্ষ্য ও অর্জন দেখানো

বাড়ীর পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

আমাদের বাড়ীর পাশে অনেক পতিত জমি পড়ে থাকে। সেখানে যদি আমরা সবজি চাষ করি তাহলে যেমন নিজের প্রয়োজন মিটে তেমনি বিক্রি করে কিছু টাকা আয় করা যায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩০৫ জন উপকার ভোগীকে সাবলম্বী করার জন্য বাড়ীর পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চিত্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% উপকার ভোগীকে বাড়ীর পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

দেশি মুরগি ও হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

দেশি মুরগি ও হাঁস পালনের মাধ্যমে একটি পরিবারে ডিম ও মাংসের যোগান দেওয়া যেমন সহজ তেমনি অভাবের সময় তা বিক্রি করে বহুবিধ প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উপকার ভোগীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য দেশি মুরগি ও হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ২৩০৫ জন উপকারভোগী সকলকেই এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

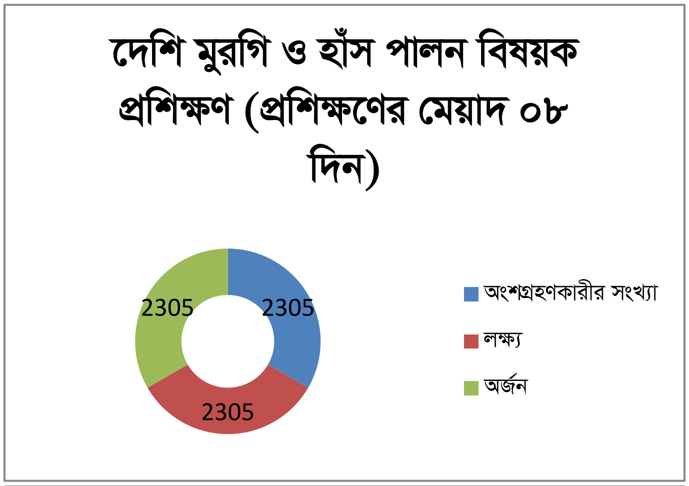

চিত্রে ১.১০ এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, লক্ষ্য ও অর্জন দেখানো

প্রকল্পের কিছু আলোকচিত্র ঃ

প্রকল্পের প্রত্যায়ন পত্র সমূহ

খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৫, শেরে বাংলা রোড, খুলনা।

স্মারক নং- জেলা/মবিঅ/খুল/১০৩৩/2022 তারিখঃ- 29/10/2022

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ), হাউজ নং-৪৪৫, রোড নং- ২৪, মুজগুন্নি আবাসিক এলাকা (২য় ফেইজ), খালিশপুর, খুলনা নামীয় বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থাটি আগষ্ট-২০২১ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অর্থায়নে ও সার্বিক সহযোগিতায় খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় মোট ৪ টি ইউনিয়নে গ্রামীন অতি-দরিদ্র মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট-ভিজিডি) প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠ ভাবে বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংস্থাটি ভিজিডি প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় অত্র এলাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার পাশাপাশি ভিজিডি সুবিধাভোগীদের ব্যাংকহিসাব খোলা এবং সঞ্চয়ের অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদানে সহায়তা করছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা এর সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

আমি উক্ত সংস্থাটির সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

29/10/2022

হাসনা হেনা
উপপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ফুলতলা, খুলনা।

স্মারক নং- ০৫.৪০.৪৭৬৪.০১৭.০৫.২৮৫-১৮২ তারিখঃ- ৩০/১১/২০২২

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ), হাউজ নং-৪৪৫, রোড নং- ২৪, মুজগুন্নি আবাসিক এলাকা (২য় ফেইজ), খালিশপুর, খুলনা নামীয় বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থাটি আগষ্ট-২০২১ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অর্থায়নে ও সার্বিক সহযোগিতায় খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় মোট ৪ টি ইউনিয়নে গ্রামীন অতি-দরিদ্র মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট-ভিজিডি) প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠ ভাবে বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংস্থাটি ভিজিডি প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় অত্র এলাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার পাশাপাশি ভিজিডি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক হিসাব খোলা এবং সঞ্চয়ের অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদানে সহায়তা করছে। ফুলতলা উপজেলা প্রশাসনের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

আমি উক্ত সংস্থাটির সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলতলা, খুলনা।

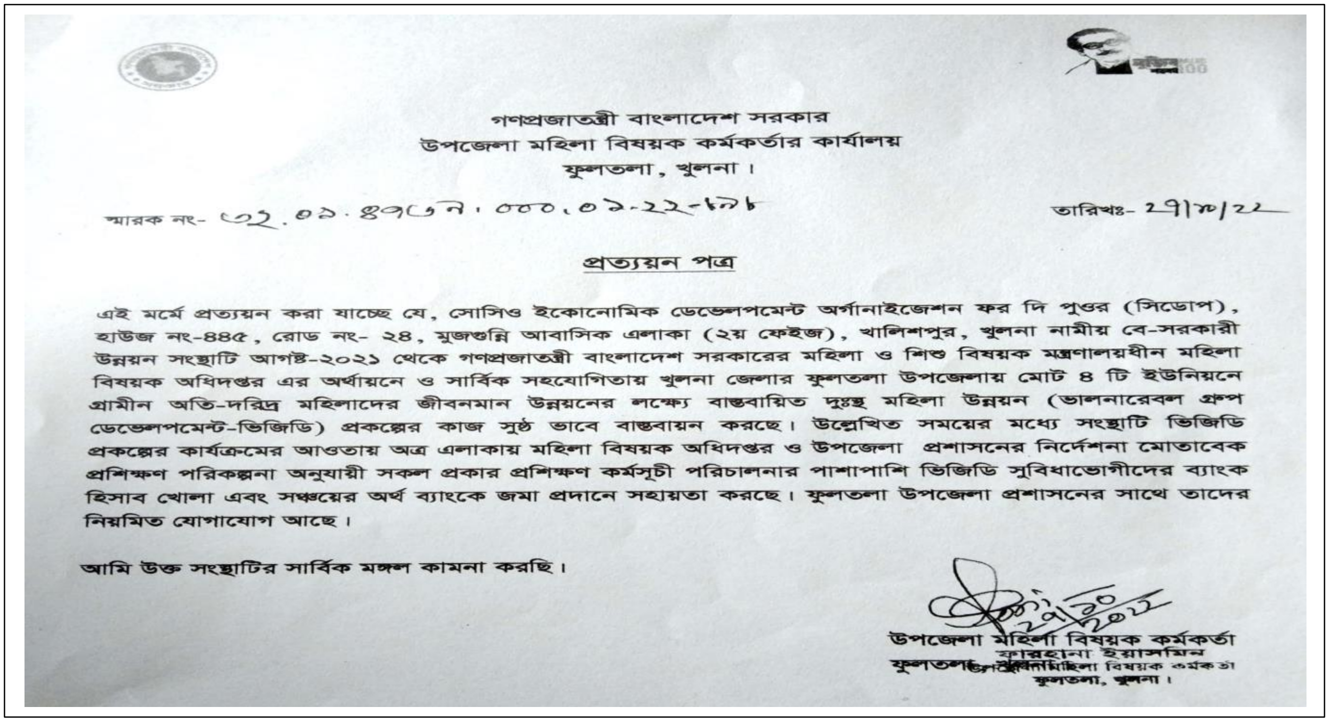

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
ফুলতলা, খুলনা।

স্মারক নং- ৩২.০১.৪৭৬৯.০০০.০৯.২২-১৭৮ তারিখঃ- ২৭/১০/২২

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ), হাউজ নং-৪৪৫, রোড নং- ২৪, মুজগুন্নি আবাসিক এলাকা (২য় ফেইজ), খালিশপুর, খুলনা নামীয় বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থাটি আগষ্ট-২০২১ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অর্থায়নে ও সার্বিক সহযোগিতায় খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় মোট ৪ টি ইউনিয়নে গ্রামীন অতি-দরিদ্র মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট-ভিজিডি) প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠ ভাবে বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সংস্থাটি ভিজিডি প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় অত্র এলাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার পাশাপাশি ভিজিডি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক হিসাব খোলা এবং সঞ্চয়ের অর্থ ব্যাংকে জমা প্রদানে সহায়তা করছে। ফুলতলা উপজেলা প্রশাসনের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

আমি উক্ত সংস্থাটির সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
ফুলতলা, খুলনা।
ফারহানা ইয়াসমিন
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
ফুলতলা, খুলনা।

উপসংহার ঃ

পরিশেষে বলা যায়, এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীরা যেমন খাদ্য সহায়তা পেয়ে তাদের ক্ষুদা নিবারন করতে পেরেছে তেমনি বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। এখন তারা আগের চেয়ে সুখী জীবন-যাপন করছে। এছাড়াও বিভিন্ন সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা সচেতনতার সহিত জীবন পরিচালিত করছে যা তাদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
সিডোপ, খুলনা